গাংনীতে অবৈধ ইটভাটায় লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে একটি অবৈধ ইটভাটায় ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন।

এসময় পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক টিপু সুলতানসহ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি টিম উপস্থিত ছিলেন। অভিযান চলাকালে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর ৬/১৬ ধারা অনুযায়ী অবৈধভাবে খড়ি পোড়ানোর অপরাধে বামন্দী বিক্সের পরিচালক মিজানুর রহমান (৫৫) কে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন বলেন, ধারাবাহিকভাবে অবৈধভাবে পরিচালিত প্রতিটি ইটভাটায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চালানো হবে। পরিবেশ রক্ষা ও আইনের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

টেণ্ডার ছাড়া মেহেরপুর গণপূর্তের কয়েক কোটি টাকার কাজ!

সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির নীতি উপেক্ষা করে মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগ (পিডব্লিউডি) কয়েক কোটি টাকার সরকারি ভবন সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কোনো প্রকল্প অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান কিংবা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা ছাড়াই।

এসব কাজ বাছাই করা কয়েকজন ঠিকাদারের মাধ্যমে করানো হচ্ছে বলে

দুর্নীতি ও মামলার পথ তৈরি করা।

উপসহকারী প্রকৌশলী আব্দুল গাফফার বলেন, আমি ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা। ছাপোষা চাকরি করি। এক্স ইএন ও এসডিই স্যার আমাকে কাজ দেখাশোনার জন্য যেভাবে নির্দেশ দেন, আমি সেই নির্দেশই পালন করি মাত্র। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে আপনি এক্স ইএন ও এসডিই স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। কাজের টেন্ডার হয়েছে অথবা হয়নি এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।

তিনি জানান, তিনি এসপি বাসা, জজ আদালত ও সদর থানার শেড নির্মাণসহ মেরামতের কাজ দেখভাল করছেন।

উপসহকারী প্রকৌশলী ইমরান হোসেন বলেন, আমি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ও পিডব্লিউডি ভবনের সাইট দেখভাল করি। কিছুদিন আগে হাসপাতালে মেরামত কাজ শেষ হয়েছে। কাজের টেন্ডার হয়েছে কিনা, তা আমার জানা নেই। এক্স-ইএন এবং এসডি স্যারদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজের তদারকি করে থাকি। এছাড়া আর কিছু বলতে পারব না বলে তিনি মোবাইল কেটে দেন।

উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী জামাল উদ্দিন বলেন, অফিসের বস এক্স-ইএন স্যার। তিনি যেভাবে বলেন, সেভাবেই করতেই হয়।

অভিযোগের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম রফিকুল হাসান দরপত্র ছাড়া বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা সংস্কারকাজ চলমান থাকার কথা স্বীকার করে বলেন, “৫ আগস্টের পর জেলায় তিনজন পুলিশ সুপার ও দুইজন জেলা প্রশাসক বদলি হয়েছেন। নতুন কর্মকর্তারা এলে তাদের অফিস ও বাসভবন ব্যবহারযোগ্য করতে হয়।

তাছাড়া পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডে দুটি এসিসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। জরুরি অবস্থায় দরপত্রের সময় পাওয়া যায়নি।”

সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ভবনগুলোতেই এই অনিয়ম হয়েছে।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের নীরব সম্মতি ছাড়া এসব কাজ কীভাবে চলতে পারে? যখন প্রশাসনের ভবনই অনিয়মের মাধ্যমে সংস্কার হয়, তখন সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার বা দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ে আস্থা রাখবে কীভাবে?

ভালাইপুরে ধানবোঝাই আলমসাধু উল্টে গাংনীর ব্যবসায়ী নিহত

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুরে ধানবোঝাই আলমসাধু উল্টে গাংনী উপজেলার পাকুড়িয়া গ্রামের ব্যবসায়ী মনসুর আলী (৫০) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর এলাকায় এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, মনসুর আলী পেশায় ভুসিমাল ব্যবসায়ী। তিনি নিজ গ্রাম পাকুড়িয়া থেকে ধান বিক্রির উদ্দেশ্যে আলমসাধুতে যোগে জেলা চুয়াডাঙ্গার হাতিকাটার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ভালাইপুর এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ করে আলমসাধুটির এক্সেল কেটে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়।

এ সময় মনসুর আলী ধানবোঝাই গাড়ির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে উদ্ধারকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনায় আহত আলমসাধুর চালককে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আগামীকাল মঙ্গলবার সকালে নিহত মনসুর আলীর নিজ গ্রাম পাকুড়িয়া গোরস্থান ময়দানে জানাজা নামাজ শেষে তাকে দাফন করা হবে।

অনলাইন জুয়াড়ী আনোয়ার

হোসেনের আয়োজনে ওয়াজ মাহফিল

!

মেহেরপুর পুলিশের তালিকাভূক্ত পলাতক শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেনের আয়োজনে দুইদিন ব্যাপি ইসলামি ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে জেলাব্যাপি শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। এনিয়ে সমালোচনা শুরু হলেও অজ্ঞাত কারণে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ রয়েছে নিরব।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের অনলাইন জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেন তার পিতা মরহুম কিয়ামদ্দিন আলীর ২৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করেই এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে এই আলোচনা ও বিতর্ক।

পুলিশের গ্রেফতার আতংকে পলাতক এই আনোয়ার হোসেন, মাহফিলের সভাপতিত্ব করার কথা থাকলেও তিনি রয়েছেন পলাতক। তবে, মাহফিলকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে গাঁড়াডোব গ্রামে করা হয়েছে আলোক ঝলমল লাইটিং ও ডেকোরেশন। বেশ কয়েকদিন যাবৎ চলছে মাইকিং প্রচার প্রচারণা। আনা হয়েছে দেশ বরেণ্য ইসলামিক বক্তা ও ইসলামিক সংগীত শিল্পী।

সূত্রমতে, আনোয়ার হোসেন মেহেরপুরের শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ি হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার এই এজেন্টের জুয়া সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ নিয়ে পুলিশ, সিআইডি পুলিশসহ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক টিম কাজ করছেন। পুলিশী গ্রেফতার এড়াতে আনোয়ার হোসেন দীর্ঘদিন যাবৎ দুবাইতে আত্মগোপন করে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

তবে, স্থানীয় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র এক নেতার হাত ধরে সে নিজেকে ছাত্রদলের ও যুবদলের ব্যানার পোস্টারে ছেঁয়ে দিয়েছিল। নিজেকে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতার ঘনিষ্ট লোক বলেও পরিচয় দিয়ে আসছিলেন। আনোয়ার হোসেন তার অবৈধ আয়ের টাকা দিয়ে এলাকায় ধর্মীয় দানবীর হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এলাকায় গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী বাহিনী। আনোয়ার হোসেন ও তার সেই বাহিনীকে রাজনৈতিক সহযোগীতা করছে এলাকার একজন প্রভাবশালী নেতা।

স্থানীয়রা জানান, গাড়াডোব গ্রামের আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর

জেলায় অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্টদের একজন হিসেবে পরিচিত। অথচ, সে অবৈধ টাকা দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে বিপুল ব্যয়ে এই আয়োজন করেছে। তরুণদের সর্বনাশ আর পারিবারিক ধ্বংস জড়িয়ে, সেই টাকায় দানের নামে ইবাদত কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিনা এমন প্রশ্নও করেন তারা।

গাঁড়াডোব গ্রামের লোকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ৫-৭ বছর আগেও আনোয়ার হোসেন পারিবারিকভাবেও স্বচ্ছল ছিলেন না। বিকাশ কোম্পানীতে সে ৭ হাজার বেতনে চাকুরী করতো। হঠাৎ সে অনলাইন জুয়াতে জড়িয়ে অল্প দিনের মধ্যেই হাজার কোটি টাকা ও সম্পদের মালিক বনে যান। সেই সাথে এলাকার শত শত যুবককে যুক্ত করেন অনলাইন জুয়ার জগতে। আনোয়ার হোসেন প্রশাসনের নজরে আসার সাথে সাথে পালিয়ে যান দুবাইতে। কিছুদিন আগে সে বাড়ি ফিরে এসে বিএনপি’র এক নেতার হাত ধরে রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে যাতায়াত বাড়ান। এক পর্যায়ে সে নিজেকে ছাত্রদলের জেলা পর্যায়ে নেতা পরিচয় দিয়ে এলাকায় পোস্টার ব্যানারে ছেয়ে দেন। আনোয়ার হোসেন পলাতক জীবনযাপন করলেও তার ভাই সানোয়ার হোসেন গাঁড়াডোব বাজারে আনোয়ার হোসেনের নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আসছেন।

জুয়াড়ী আনোয়ার হোসেন তার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লাখ টাকা ব্যয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন ও প্রচার-প্রচারণা চালানোতে নড়ে চড়ে বসেছে মিডিয়া এবং স্থানীয় প্রশাসন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, গাড়াডোব মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট আকারের একটি প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়েছে। বক্তাদের জন্য সুদর্শন মঞ্চ এবং বিশাল এক তোরণ তৈরী করা হয়েছে। মাঠের আশেপাশের এলাকায় আলোকসজ্জা এবং ব্যানার ফেস্টুনে ছেয়ে দিয়েছেন আয়োজকরা। মাহফিলের বক্তা ও দেশসেরা ইসলামী সঙ্গীত শিল্পিরা আসবেন বলে মাইকিং চলছে বেশ কয়েকদিন থেকেই।

জানা গেছে, আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া সংশ্লিষ্ট একাধিক মামলা রয়েছে এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তদন্তও চলমান। সম্প্রতি সিআইডি মেহেরপুর জেলায় অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ১৯ জনের বিরুদ্ধে যে তদন্ত শুরু করেছে, সেই তালিকায় আনোয়ার হোসেনের নামও রয়েছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এদিকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পরও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ আয়োজন কীভাবে হলো তা নিয়েও প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

নাগরিক সমাজ উদ্বেগ জানিয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, “এলাকার অনেক যুবক তরুণ অনলাইন জুয়ার ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এসবের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতায় কাজ করছি। অনলাইন জুয়ার অর্থে ধর্মীয় আয়োজন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিকভাবে যদি অনলাইন জুয়াড়িদের মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহলে এ ধরনের ঘটনা চলতেই থাকবে। ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে মানুষকে বিপথগামী করা মোটেও কাম্য নয়। এসব আয়োজন অনেক সময় সমাজে প্রভাব বিস্তারের একটি কৌশল মাত্র।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। মাহফিল আয়োজনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের অনুমতি লাগে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির জানান, “মাহফিল আয়োজনের জন্য একটি আবেদন দিয়েছিল। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে পুলিশ সুপারের কাছে প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। তিনি ইতিবাচক মত দিয়েছেন। অনুমতি এখনো পেন্ডিং রয়েছে। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে তারা অনুমতি পাবে। মাহফিল ঘিরে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে আনোয়ার হোসেনের বক্তব্য জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মুজিবনগরে এক ইটভাটাকে ১ লাখ

টাকা জরিমানা

ইটভাটায় নিষিদ্ধ ফিক্সড চিমনি ব্যবহার এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ও লাকড়ি ব্যবহারের অভিযোগে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নে এস আর বি ব্রিকস (শেখ রাজ্জাক ব্রিকস) নামের একটি ইটভাটার মালিককে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ওই ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন, জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমু।

অভিযানকালে দেখা যায়, ইটভাটাটিতে নিষিদ্ধ ফিক্সড চিমনি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও জ্বালানি হিসেবে কাঠ ও লাকড়ি ব্যবহার করা হচ্ছিল, যা ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর ৬ নম্বর ধারার স্পষ্ট লঙ্ঘন।

এ অভিযোগে ভাটা মালিককে একই আইনের ১৬ নম্বর ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, পরিবেশ সুরক্ষা ও আইন বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

গণভোট উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রশাসনের মাঠপর্যায়ের তৎপরতা

মেহেরপুরের বিভিন্ন উপজেলায় গণভোট উপলক্ষে আচরণবিধি প্রতিপালন, গণভোটের প্রচারণা এবং ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে জেলা প্রশাসন।

গাংনী উপজেলার মটমূড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান, আকুবপুর ও হোগলবাড়ীয়া এলাকায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে আচরণবিধি প্রতিপালন, গণভোটের প্রচারণা এবং ভোটকেন্দ্র দর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

মেহেরপুরে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ইভটিজিংয়ের শিকার, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ইভটিজিং করার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ইভটিজিং এর শিকার মোছাঃ সায়ান্তি আক্তার (১৫)। তিনি মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী এবং বামনপাড়ার প্রবাসী জমিরুল ইসলামের মেয়ে।

জানা গেছে, ঘটনা ঘটে সোমবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তায়। অভিযুক্ত ইভটিজিংকারী তার লাল রঙের সুজুকি বাইক রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে সায়ান্তি আক্তার তার মায়ের সঙ্গে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মোছাঃ সায়ান্তি আক্তার অভিযোগ করেন, কিছু দিন ধরেই কয়েকজন ছেলেকে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছিল। একদিন আগে বাইকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলার পর আজ আমাকে বাইক দিয়ে ধাক্কা দিয়েছে।

এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভুক্তভোগীকে সঠিক বিচার দেওয়ার আশ্বাস দেন।

মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপি প্রার্থী সোহেল রানার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল আবেদনে মেহেরপুর-১ আসনের জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার

সোহেল রানার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশনার। আজ রোববার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।

এর আগে স্বাক্ষর ও আয়কর সংক্রান্ত তথ্যের গড়মিলের অভিযোগে এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানার মনোনয়নপত্র বাতিল করেন মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।

পরবর্তীতে ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল আবেদন করেন ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা। আপিল শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশনার তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন।

মনোনয়ন বৈধ ঘোষণার খবরে এনসিপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, আগামী নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা মেহেরপুর-১ আসনে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারবেন।

ভোট প্রদানে বাধাসৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স মিনি সংসদ ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, “আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে আপনারা নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করবেন। যার যার মতামত প্রদান করবেন। যদি কোনো রাজনৈতিক দল ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়, আমাদের জানান। আমরা তার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।”

এ সময় সকল ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করার পরামর্শও প্রদান করেন জেলা প্রশাসক।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাকির আহমেদ।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় গণভোট বিষয়ক প্রেজেন্টেশন উপস্থিত সকলের মাঝে তুলে ধরা হয়। এসময় আসন্ন গণভোট উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের মতামত ও পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ, মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম, গির্জা ও মন্দিরের পুরোহিত, গ্রাম পুলিশ এবং সরকারি বিভিন্ন অফিসের সুবিধাভোগীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন

প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বানে অনুষ্ঠিত ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন-২০২৬ এর মাধ্যমে ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের জন্য ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করে নির্বাচন পরিচালনা করেন নুরুল আহমেদ। নির্বাচনে সমসংখ্যক প্রার্থী থাকায় এবং কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে সকল প্রার্থীকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা হলেন সভাপতি: মো.

আব্দুল কালাম, সহ-সভাপতি: মো. রফিক উল আলম, মো. মশিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক: বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: আব্দুস সামাদ, সাইদুজ্জামান খান সেন্টু, অর্থ সম্পাদক: আব্দুল কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক: প্রফেসর আব্দুল মমিন, সমাজ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক: মীর রওশান আলী, প্রচার প্রকাশনা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক: মো. আমান উল্লাহ, নির্বাহী সদস্য: আব্দুস সালাম, মো. আশাবুল হক, মো. খালেদ সাইফুল্লাহ, মো. ফজলুল হক, মো. ইউছুফ হোসেন, আল তাজ, মো. মমতাজ উদ্দিন এবং হিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল আহমেদ, নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মাহাতাব আলী ও অ্যাডভোকেট মো. মোখলেসুর রহমানের স্বাক্ষরিত একটি পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।